তারিখ 29 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রশ্নপত্রেও ভুল

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কোন্ সালের কত তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? এই প্রশ্নের জবাবে স্কুলের কোনো শিক্ষার্থী ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি বলিলে বা লিখিলে তাহাকে আমরা তিরস্কার করিতে যে ছাড়িব না, সে প্রায় নিশ্চিত। অতঃপর এই প্রশ্নটি উঠা খুবই স্বাভাবিক যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীর মাথায় গুরুতর এই ভুল তথ্য আসিল কেমন করিয়া! পরিতাপের বিষয়, ভুলটি করিয়াছে খোদ টেকস্ট বুক বোর্ড। শুধু কি এ-ই! সিপাহী বিদ্রোহও নাকি সংঘটিত হইয়াছে ১৯৪৭ সালে! অন্যদিকে ভুল ধরা পড়িয়াছে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও। তবে আশার কথা এই যে, বই ও প্রশ্নপত্রের ভুলগুলি শনাক্ত করিয়াছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া কর্তৃপক্ষ স্কুল পর্যায়ের বিভিন্ন বইয়ে দশটি ভুল চিহ্নিত করিয়াছে। ভুলগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আর ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে ভুল ধরা পড়িয়াছে এগারটি। আরও একটি কাণ্ড ঘটিয়াছে এইবারের এসএসসি পরীক্ষায়। কোনো কোনো কেন্দ্রে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছে গত বৎসরের প্রশ্নপত্রে। এই ভুলের মাশুল কে দিবে, তাহার কোনো সদুত্তর পাওয়া না গেলেও ভুলপ্রশ্নের একটা সহজ ফয়সালা কর্তৃপক্ষ বাহির করিয়া লইয়াছেন। আর তাহা হইল, ভুল প্রশ্নে সকল পরীক্ষার্থীকেই নম্বর দেওয়া হইবে। প্রশ্নেই যখন ভুল হইয়া গিয়াছে তখন কর্তৃপক্ষের উপরোক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া 'গত্যন্তরই বা কী! কিন্তু যে বা যাহাদের চরম ঔদাসীন্যের কারণে পাঠ্যবইয়ে এবং প্রশ্নপত্রে ভুল হইয়াছে, তাহাদেরও শনাক্ত করা প্রয়োজন। কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত ওইসব ব্যক্তি কী করিয়া প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হইতে পারিলেন, সে প্রশ্নটিও উপেক্ষা করিবার মত নহে। অনবধানতাবশত মুদ্রণ প্রমাদের কথাও বলা হইতে পারে। ছাপাখানার ভূতের কথা কমবেশি সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। প্রাচীন এই ভূতের স্কন্ধে দায় চাপাইয়া দিয়া দায়ভার কিছুটা লাঘব করা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে সরিষার ভূত দূর হইবার নয়।

এইকালে বই-পুস্তকে ভুল-শুদ্ধের ব্যাপারটি অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ হইয়া গিয়াছে যেনবা। টেকস্ট বুক বোর্ডের বই ছাড়াও বোর্ড অনুমোদিত আরও বহু পাঠসহায়ক পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকে বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থা। অভিযোগ রহিয়াছে, সেইসব বইয়ের কোনো ছিরি-ছাদ নাই। পাতায় পাতায় ভুল, সে-তো আছেই। বানান ভুল, তথ্যে ভুল, বাক্য গঠনে ভুল—সব মিলাইয়া বড় খারাপ অবস্থা। অথচ একটা সময় ছিল, পাঠ্যপুস্তকে ভুল হইতে পারে- এমনটি কল্পনা করাও সহজ ছিল না। আর এখন এই সব কী হইতেছে! সত্য বটে, শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের হাতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরেজি নববর্ষের দিনেই বই পৌঁছাইয়া যায়। ইহা বিরাট এক সাফল্য বৈ তো নয়। শিক্ষার হার বাড়িয়াছে। ঝরিয়া পড়ার হারও হ্রাস পাইয়াছে। মেয়েদের লেখাপড়ার প্রসার ঘটিয়াছে। এ সবই উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে শিক্ষার মান লইয়া। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন জরুরি। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে ভুল, প্রশ্নপত্রে ত্রুটি—এই ধরনের সমস্যার কারণ দূরীভূত না হইলে শিক্ষার মানোন্নয়নের আশা কেবল দূরাশার নামান্তর।